

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়রাত শাখা-২
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৮.০৭১.১৫-১৩৩

১৭ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
তারিখ: -----
০১ জুলাই ২০১৮ খ্রি।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, The Hats and Bazars (Establishment and Acquisition) Ordinance'1959 (East pakistan Ordinance No. XIX of 1959) এর বাংলা ভাষ্যকৃত ও সংযোজিত প্রস্তাবিত 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন'২০১৮' এবং প্রস্তাবিত 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা'২০১৮' এর খসড়াটি জনমত সংগ্রহের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের Website-www.minland.gov.bd তে প্রকাশ করা হ'ল।

০২। উক্ত প্রস্তাবিত "হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন'২০১৮' এবং প্রস্তাবিত 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা'২০১৮' এর খসড়া সংক্রান্তে আগামী ৩১/৭/২০১৮ খ্রি. তারিখ সময়সীমার মধ্যে সর্বসাধারণের মতামত sairat2@minland.gov.bd এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।


৩১/৭/২০১৮
(মোঃ গোলাম মওলা)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৫৩৮

প্রস্তাবিত হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১৮ এর খসড়া

হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের --নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন।

বিধি-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ।

(১) এই বিধিমালা হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

বিধি-২। সংজ্ঞা। -

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(১) “আইন” অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮;

(২) “জেলা প্রশাসক” অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;

(৩) “মন্ত্রণালয়” অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়;

(৪) ‘কমিশনার’ অর্থ বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার;

(৫) “ইজারাগ্রহীতা” অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ এর অধীন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে কোন হাট-বাজার ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৬) “ইজারামূল্য” অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ এর অধীন ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক হাট-বাজার ইজারার বিনিময়ে সরকারকে প্রদত্ত অর্থ।

(৭) “কালেক্টর” অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(৪)-এ বর্ণিত কালেক্টর।

বিধি-৩। হাট-বাজারের মালিকানা সংক্রান্ত বিধান

হাট-বাজার হিসাবে ব্যবহৃত জমি কোন প্রতিষ্ঠাতা মালিকের মালিকানাধীন থাকিতে পারিবে না। যদি কোন প্রতিষ্ঠিত হাট-বাজার সংলগ্ন এলাকায় হাট-বাজার সম্প্রসারিত হইয়া থাকে অথবা হাট-বাজারের মধ্যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি থাকে তবে সরকারের পক্ষে কালেক্টর উক্ত জমি অধিগ্রহণ করিয়া হাট-বাজারভুক্ত করিবেন এবং এইরূপ সম্প্রসারিত হাট-বাজার এলাকায় কোন ব্যক্তি মালিক টোল আদায় বা কোন প্রকার অর্থ আদায় করিতে পারিবে না।

বিধি-৪। নতুন হাট-বাজার স্থাপন সংক্রান্ত বিধান

নতুন হাট-বাজার স্থাপনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুসরন করিতে হইবে:

- (১) সাধারণ কৃষক বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্থায়ীভাবে বসিবার এবং ভবিষ্যতে এইরূপ সুবিধা বর্ধিতকরণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ খালি জায়গা উল্লেখপূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।
- (২) নতুন হাট-বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করিলে প্রস্তাবিত হাট-বাজারের একটি পেরিফেরী ম্যাপ প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত পেরিফেরী ম্যাপে বিভিন্ন মহাল, চান্দিনা ভিটি, তোহা বাজার, কসাইখানা ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।
- (৩) পেরিফেরির মধ্যে খালি জায়গায় কোন স্বত, স্বার্থ ও স্থায়ী মালিকানা না থাকার শর্তে জেলা প্রশাসক অস্থায়ী দোকান ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা একসনা ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসক জনস্বার্থে যে কোন সময় কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে উক্ত বন্দোবস্ত বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৪) কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্থায়ীভাবে বসিবার জন্য হাট বাজারের সংরক্ষিত খালি জায়গায়, যা তোহা বাজার নামে পরিচিত, কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করিতে পারিবেন না। জেলা প্রশাসক/ জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনে উক্ত খালি জায়গায় খোলা শেড নির্মাণ করিতে পারিবেন।
- (৫) প্রত্যেক হাট বাজারে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে একটি মহিলা কর্ণার রাখিতে হইবে।
- (৬) প্রত্যেক হট-বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাগণের চলাচলের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় মাপের চওড়া রাস্তা বা গলিপথ রাখিতে হইবে।
- (৭) প্রত্যেক হাট-বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে টিউবওয়েল, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ডেন এবং স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন/ইউরিনাল এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

বিধি-৫। পুরাতন হাট-বাজার সংরক্ষণ ও সংস্কার সংক্রান্ত বিধান :-

- (১) মেট্রোপলিটন শহর, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলা সদর অধিক্ষেত্রের বাহিরে যে কর্তৃপক্ষই হাট-বাজারে আধা-পাকা ভবন নির্মাণ করুক না কেন, হাট-বাজারের মাষ্টার প্ল্যানকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া উহার নক্সা ও ডিজাইন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত নক্সা ও ডিজাইন সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইতে হইবে।
- (২) দেশের সকল মেট্রোপলিটন শহর, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলা সদর অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত হাট-বাজারের অভ্যন্তরস্থ খাস জমিতে কেবলমাত্র জনস্বার্থে ও সরকারী/বেসরকারী অর্থায়নে অথবা বৈদেশিক সাহায্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট ভবন নির্মাণ করা যাইবে। তবে বহুতল মার্কেটের নির্মাণ প্রস্তাব এবং অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে প্রস্তাব অবশ্যই ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।
- (৩) উপবিধি (১) ও (২) অনুযায়ী সরকারের যে কর্তৃপক্ষই বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ করুক না কেন এবং যে কর্তৃপক্ষই অর্থ বরাদ্দ করুক না কেন, হাট-বাজারের অভ্যন্তরস্থ জমির মালিকানা সরকার তথা ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসকের নামে থাকিবে। অর্থাৎ মালিকানা কোনক্রমেই হস্তান্তরিত হইবে না। বহুতল ভবন নির্মাণের পর নির্মিত বহুতল ভবনে যেসব দোকান ভাড়া দেওয়া হইবে সেইগুলির বরাদ্দ প্রাপ্তদের কোন মালিকানা থাকিবেনা এবং সরকার বৃহত্তর জনস্বার্থে অথবা অন্য যে কোন প্রয়োজনে উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৪) বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের প্রাক্কালে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ একটি নির্মাণ কমিটি গঠণ করিতে হইবে :

- (ক) সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-----আহবায়ক
 (খ) সংশ্লিষ্ট এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী-----সদস্য
 (গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার-----সদস্য
 (ঘ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার একজন কাউন্সেলর/ইউপি চেয়ারম্যান-----সদস্য
 (ঙ) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-----সদস্য

(চ) সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কর্তৃপক্ষ মনোনীত একজন প্রকৌশলী-----সদস্য
(ছ) সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কর্তৃপক্ষ/বেসরকারী উদ্যোগীর প্রতিনিধি-----সদস্য-সচিব।

(৫) এই কমিটির পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দোকান বরাদ্দের সালামী এবং ভাড়া নির্ধারণ করিবেন। সরকারের এই দুইজন কর্মকর্তার উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন সালামী/ভাড়া নির্ধারণ করা যাইবেন।

(৬) বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা এবং এই উদ্দেশ্যে সালামী বাবাদ আদায়কৃত টাকা এই কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের মাধ্যমে পরিচালিত আলাদা ব্যাংক হিসাবে জমা করিতে হইবে এবং এই কমিটি পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধান মোতাবেক বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) উপবিধি (৩) এ বর্ণিত বরাদ্দকৃত দোকানসমূহ হইতে আদায়কৃত সালামীর ২৫% এবং ভাড়ার ৩০% টাকা ভূমি মন্ত্রণালয়ের পাওনা হিসাবে 'ভ-ভূমি রাজস্ব' খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হিসেবে গণ্য হইবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) যদি কোন জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোন হাট-বাজারের খাস জমিতে এইরূপ বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ করে তবে উপবিধি (৩)-এ বর্ণিত বরাদ্দকৃত দোকানসমূহ হইতে আদায়কৃত সালামীর ৭৫% এবং ভাড়ার ৭০% টাকা ভূমি মন্ত্রণালয়ের পাওনা হিসাবে 'ভ-ভূমি রাজস্ব' খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা সংশ্লিষ্ট বহুতল বিশিষ্ট মার্কেটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদা হিসাব নথরে জমা রাখিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক রক্ষণাবেক্ষনের জন্য জমাকৃত অর্থ প্রয়োজনানুযায়ী ব্যয় করিতে পারিবেন এবং এ ধরণের ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব তাঁর অফিসে নিরীক্ষার জন্য সংরক্ষণ করিবেন।

বিধি-৬। হাট-বাজারের সরকারী খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান:

(১) হাট-বাজারের কোন জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।

(২) একজন প্রকৃত ব্যবসায়ীকে জেলা প্রশাসক সর্বোচ্চ ০.০০৫ একর (অর্ধ শতক) জমি একসনা বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) হাট-বাজারের অভ্যন্তরস্থ খাসজমি একসনা বন্দোবস্ত প্রদানের পূর্বে উক্ত হাট-বাজার সরেজমিনে জরিপ করিয়া হাট-বাজারের পেরিফেরী, তোহাবাজার, চান্দিনাড়িটি এবং বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি চিহ্নিত করত: ০৮ (চার) কপি নকশা প্রস্তুত করিয়া কালেক্টর/জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন করাইতে হইবে। অনুমোদিত নকশা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং জেলা রেকর্ডরুমে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) তোহা বাজারের জন্য কমপক্ষে হাটের মোট জায়গার অর্ধেক জায়গা সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। তোহা বাজার এবং গো-হাটার জন্য সংরক্ষিত/নির্ধারিত স্থান কোনভাবেই বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।

(৫) একসনা ভিত্তিতে বন্দোবস্তকৃত হাট-বাজারের কোন জমি হস্তান্তর বা জমির প্রকৃতি পরিবর্তন বা সাবলীজ বা ভাড়া প্রদান করা যাইবে না। উক্ত জমি হস্তান্তর বা প্রকৃতি পরিবর্তন বা সাবলীজ বা ভাড়া প্রদান করা হইলে বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) এইরূপ বন্দোবস্তকৃত জমির উপর কোনক্রমেই কোন পাকা বা আধা-পাকা অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৭) সরকারের উর্বরন প্রকল্পের প্রয়োজনে যে কোন সময় বন্দোবস্ত প্রয়োজন উক্ত জমি ছাড়িয়া দিতে এবং উক্ত জমির উপর নির্মাণকৃত অবকাঠামো নিজ খরচে সরাইয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে অংগীকারনামা প্রদান করিতে হইবে।

বিধি-৭। সরকার কর্তৃক হাট-বাজারের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান:



(১) নতুন হাট-বাজার স্থাপনের জন্য অথবা পুরাতন হাট-বাজারের পেরিফেরি বর্ধিতকরণের জন্য কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উক্ত জমি অধিগ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট একটি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসককে উক্তরূপ অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ডুরি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিয়া ‘স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুম দখল আইন, ২০১৭’ এর বিধান মোতাবেক অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নতুন হাট-বাজার স্থাপন অথবা বিদ্যমান হাট-বাজারের সীমানা বর্ধিতকরণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দাখিল করিবেন, সেই কর্তৃপক্ষকেই উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক হাট-বাজারের সীমানা বর্ধিতকরণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলে সেই কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ জেলা প্রশাসকের অনুকূলে জমা করিতে হইবে।

(৫) ‘রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০’ এর ৯২ ধারা মোতাবেক কোন জমি খাস করিয়া হাট-বাজারের অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ডুরি) এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসককে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে জমির মালিক কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন না।

বিধি ৮। হাট-বাজারের ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ :

(১) যদি কোন হাট-বাজার একাধিক জেলার সীমানার মধ্যে পড়ে তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার উহার ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং ইজারালক অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী হারাহারিভাবে বন্টন করিবেন। ইজারা কার্যক্রম গ্রহণে নিম্নরূপ কমিটি হইবে:

(ক)	কমিশনার	-	সভাপতি
(খ)	জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(গ)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(ঘ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(ঙ)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ	-	সদস্য
(চ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	-	সদস্য
(ছ)	মেয়ার, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ	-	সদস্য
(জ)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(ঝ)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(ঞ)	পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

(২) যদি কোন হাট-বাজার দুই বা ততোধিক উপজেলা ও পৌরসভার সীমানার মধ্যে পড়ে তবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক উহার ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং ইজারালক অর্থ বিধিমালা অনুযায়ী হারাহারিভাবে বন্টন করিবেন। সেইক্ষেত্রে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণে নিম্নরূপ কমিটি হইবেঃ

(ক)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(গ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(ঘ)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ	-	সদস্য
(ঙ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	-	সদস্য
(চ)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য
(ছ)	মেয়ার, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ	-	সদস্য
(জ)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা	-	সদস্য

(৩) উপবিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, যদি কোন হাট-বাজার দুই বা ততধিক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে যে অধিক্ষেত্রে হাট-বাজারটির বেশীরভাগ অংশ বিদ্যমান থাকিবে, সেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইজারা লদ্দ অর্থ সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের আয়তন অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে হারাহারি ভাবে বন্টন করিতে হইবে।

বিধি-১। হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত দরপত্র আহবান ও দাখিল প্রক্রিয়াৎ

(১) ইজারা বৎসর শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী বৎসরের মাঘ মাস হইতে ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে এবং সকল হাট-বাজারের ইজারা সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করত: সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) হাট-বাজারের ইজারা বাংলা বৎসরের ডিডিতে (বৈশাখ-চৈত্র) ০১ (এক) বৎসরের জন্য প্রদান করিতে হইবে। কোন বৎসরের যাবতীয় ইজারা কার্যক্রম পূর্ববর্তী বৎসরের ২০ শে চৈত্রের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে হাট-বাজারের সরকারি মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে। সরকারি মূল্য হইবে বিগত ৩ বৎসরের ইজারা মূল্যের গড় মূল্য। উল্লেখ্য যে, উক্ত ৩ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসরের খাস আদায় করা হইলে উক্ত খাস আদায়ের অর্থ ইজারা মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে। কোন আইনগত বাধার কারণে কোন বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য বা বৎসরের সমস্ত সময়ের জন্য টোল/খাস আদায় বক্ত থাকিলে পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহের ইজারা মূল্য সরকারি মূল্য নির্ধারণে বিবেচনা করা যাইবে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বা ইতো:পূর্বে ইজারা হয়নি এমন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সরকারি মূল্য নির্ধারণ করত: সংশ্লিষ্ট পরিষদের সভায় পর্যালোচনা পূর্বক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে। প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর অনুসরণপূর্বক পরবর্তী বৎসরসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারিত হইবে।

(৪) হাট-বাজারের প্রাপ্ত ইজারা মূল্য হইতে ইজারাজনিত খরচ (সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি বিল, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি) নির্বাচ করিবার জন্য রাজস্ব বাজেটে ব্যবস্থা রাখিতে হইবে (খাস আদায় ব্যতীত)। সিডিউল বিক্রির অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) হাট বাজারের ইজারার ক্ষেত্রে সিডিউলের মূল্য নিম্নরূপ হইবে-

হাট বাজারের ইজারা মূল্য

(ক) ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা

(খ) ১.০০ (এক) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ২.০০(দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ১০০০ (এক হাজার) টাকা

(গ) ২ (দুই) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে প্রতি লক্ষ বা তার ভগাংশ টাকার জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকার সাথে অতিরিক্ত ২০০

টাকা করিয়া যোগ করিতে হইবে।

(৬) দরপত্র আবেদন সহজলভ্য করিবার নিমিত্ত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে :

হাট-বাজার ইজারার দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য দরপত্র দাখিলের পূর্বে নিম্নোক্ত কার্যালয় হইতে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাইবে। যথাঃ

(ক) উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের দরপত্রের আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচী অফিসারের কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ডুমি) এর কার্যালয়, সোনালী ব্যাংকের উপজেলা সদরের শাখা ও থানা (পুলিশ স্টেশন)।

(খ) পৌরসভার ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কার্যালয় ছাড়াও উপবিধি ৬ (ক)- এ বর্ণিত কার্যালয় সমূহ হইতেও হাট-বাজার ইজারা দরপত্রের আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।

(গ) সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারের দরপত্রের আবেদন সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন অফিস, উহার আঞ্চলিক অফিসসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৭) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উপজেলার হাট-বাজারসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, পৌরসভা অফিস, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পোস্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, সংশ্লিষ্ট হাট-বাজার, পুলিশ স্টেশন সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, ইউনিয়ন ডুমি অফিস, উপজেলা ও জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে নোটিশ টাংগাইয়া ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের হাট-বাজারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে নোটিশ টাংগাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও হাট বাজারে মাইক, চোল-সহরতের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলের তারিখ এবং সময় ঘোষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইজারা বিজ্ঞপ্তি নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে। অধিকন্তু, কোন হাট-বাজারের সরকারি মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে স্থানীয় পত্রিকায় (যদি থাকে) এবং ২৫ লক্ষ টাকার অধিক হইলে একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য খর্চব্য মূল্য হইবে (সরকারি মূল্য)। কোন হাট বাজারের ইজারা মূল্য ১ (এক) কোটি টাকার বেশী হইলে ইজারা বিজ্ঞপ্তি পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সিপিটিউট এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৮) দরপত্র জমা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্তভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে :

(ক) উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন হাট বাজারের দরপত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ডুমি), পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ডুমি) এর কার্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।

(গ) সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন অফিস, উহার আঞ্চলিক অফিসসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাইবে।

(৯) সরকারি হাট-বাজার ইজারা প্রদানের জন্য সকল ক্ষেত্রে মুখ্যবক্ত খামে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রদাতাকে উক্ত মূল্যের ৩০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ২৫% অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হইবে এবং বাকী ৫% অর্থ জামানত হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে। ইজারা গ্রহীতা নিয়মিত হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছম না করিলে বা অন্য কোন ক্ষতি সাধন করিলে, উক্ত জামানত হইতে তাহা মিটানো হইবে। বৎসর সমাপনাত্তে জামানতের অব্যবহৃত টাকা জমাকারীর বরাবরে প্রত্যাপণ করা হইবে।

(১০) প্রাপ্ত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত দরের অংক যদি সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে পুনরায় দরপত্র আহবান করিতে হইবে। দ্বিতীয় বার দরপত্র আহবান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে তৃতীয় বার দরপত্র আহবান করিতে হইবে। তৃতীয় বার দরপত্র আহবান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে যথাযথ ইজারা মূল্য না পাওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান কারণ স্বল্পিত একটি প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সাধারণ/বিশেষ সভার এবং ‘খ’ ও ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে পৌরসভার সাধারণ/বিশেষ সভার কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সেই সাথে নতুন বৎসর শুরু হইলে খাস আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত সিক্কান্ত নিয়ে বিষয়টি তাঁর পর্যায়ে নিষ্পত্তি করিবেন। ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপযুক্ত প্রস্তাবসহ সিক্কান্তের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।

(১১) পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত ছক অনুযায়ী একটি দরপত্র সিডিউল প্রস্তুত করিতে হইবে।

বিধি-১০। দরপত্র মূল্যায়ন ও ইজারা প্রদানঃ

(১) উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারসমূহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জমাকৃত সকল দরপত্র সংগ্রহ করিয়া তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক নিম্নোক্তভাবে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee) তে পেশ করিবেন।

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
(খ)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মনোনীত পরিষদের একজন সদস্য	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য
(ঘ)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(চ)	উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য সচিব

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রসমূহ দাখিলের পরবর্তী ০৩(তিনি) কার্যদিবসের মধ্যে বাছাইয়ের পর সুপারিশ/মতামতসহ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(২) পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভার দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রসমূহ দাখিলের পরবর্তী ০৩ (তিনি) কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশ/মতামতসহ পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এর মাধ্যমে মেয়র এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। মেয়র পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(৩) সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি জমাকৃত সকল দরপত্র একীভূত করিয়া ০৩ (তিনি) কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশ/মতামতসহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এর মাধ্যমে মেয়রের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। মেয়র পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(৪) উপবিধি (১), (২) ও (৩) অনুযায়ী ইজারামূল্য অনুমোদনে কোন প্রকার জটিলতার উপর হইলে, তা পরবর্তী সাধারণ সভায় উত্থাপনপূর্বক সিঙ্কান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। দরপত্র অনুমোদনের ০৩ (তিনি) কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদিত দরদাতাকে জানাইতে হইবে। দরপত্রদাতা অবহিত হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত জামানতের ২৫% অর্থ সমন্বয় করত: ইজারার অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ এবং ইজারা মূল্যের ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর পরিশোধ করিবেন। অন্যথায় তাহার দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ও জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন হাটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যবস্থাপনাধীন হাটের ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা রাজস্ব তহবিলে জমা করিতে হইবে। গৃহীত দরের সম্পূর্ণ টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদানের পর নির্ধারিত চুক্তিনামার মাধ্যমে অনুমোদিত দরপত্র দাতার নিকট হাট-বাজারের দখল প্রদান করিতে হইবে। কোন অবহেলার কারণে এর অন্যথা ঘটিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৫) চুক্তিনামা: উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র অথবা প্রশাসক, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা প্রশাসক অথবা তাঁদের মনোনীত কর্মকর্তা স্ব-স্ব এলাকার ব্যবস্থাপনাধীন হাটবাজারের ইজারার চুক্তি দলিলে (পরিশিষ্ট-২) স্বাক্ষর করিবেন। ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলা প্রশাসক চুক্তি দলিলে স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) হাট-বাজার ইজারা প্রদানের পর ইজারা মূল্য গ্রহণাত্মে, কোন কারণে ইজারাদারকে যথাসময়ে হাট বাজার হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে অথবা হস্তান্তরের পর আইনগত কারণে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার টোল আদায়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলে, টোল আদায় হইতে বিরত থাকাকালীন সময়ের জন্য, মোট ইজারা মূল্যের আনুপাতিক হারে অর্থ ইজারাদারকে ফেরত প্রদান করা যাইবে।

(৭) কোন কারণে যদি দরপত্র দাখিলের তারিখ পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা ব্যাপক প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক লিখিতভাবে দরপত্র গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ও সময় ঘোষণা করিবেন।

বিধি-১১। খাস আদায় কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধান:

যদি কোন হাট-বাজার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন অনিবার্য কারণে ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে নিম্নোক্ত উপায়ে উক্ত হাট-বাজারের খাস আদায় করিতে হইবে:

(১) উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায়ের কমিটি নিম্নরূপ হইবে:

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
(খ)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মনোনীত পরিষদের একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা পঞ্চ উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য	-	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের ইউপি মহিলা সদস্য	-	সদস্য
(ছ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	-	সদস্য
(জ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য-সচিব।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদটি শূন্য থাকিলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমিটির সদস্য কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে সদস্য-সচিব মনোনীত করিতে পারিবেন।

(২) ‘খ’ ও ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভার আওতাধীন হাটবাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায় কমিটি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক)	মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা -	-	সদস্য
(গ)	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) -	-	সদস্য
(ঘ)	সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য
(ঙ)	সচিব, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য-সচিব

(৩) ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভার আওতাধীন হাটবাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায় কমিটি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক)	মেয়র/প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(গ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা -	-	সদস্য
(ঘ)	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) -	-	সদস্য
(ঙ)	সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য
(চ)	সচিব, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	-	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে খাস আদায়ের কমিটি নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
(খ)	পরিচালক, স্থানীয় সরকার	-	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের ১জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-	সদস্য
(ঙ)	সিটি কর্পোরেশনের সচিব	-	সদস্য



(চ)	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেন)	সদস্য
(ছ)	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা/সম্পত্তি কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

- (৫) খাস আদায়ের ক্ষেত্রে লোকবল নিয়োগসহ যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা কমিটির থাকিবে।
- (৬) খাস আদায় কার্যক্রম পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য খাস আদায় কমিটি আদায়কৃত অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে। তবে এই ব্যয়ের পরিমাণ আদায়কৃত অর্থের ১০% এর মধ্যে অবশ্যই সীমিত রাখিতে হইবে।
- (৭) খাস আদায় চলাকালীন যদি সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারটির ইজারা প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যতদিন খাস আদায় সম্পর্ক হইয়াছে, মূল ইজারা মূল্য হইতে আনুপাতিক হারে ঐ সময়ের নির্ধারিত মূল্য বাদ দিয়ে বাকি টাকা আদায়যোগ্য হইবে।
- (৮) হাট বাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হইতে (খাস আদায়জনিত খরচ বাদে) ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বাবদ এবং ৫% অর্থ আয়কর বাবদ সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

- (৯) হাটবাজারের খাস আদায়কৃত অর্থ হইতে খাস আদায়জনিত খরচ এবং মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) ও আয়করের অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা বিধি-১৩ তে বর্ণিত বন্টন নীতিমালা অনুযায়ী বন্টন করিতে হইবে।

বিধি-১২। টোল আদায় সংক্রান্ত বিধান:

- (১) উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিস্তারিত যাচাই বাছাইপূর্বক টোল আদায়ের হার সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করত: অনুমোদন ও প্রচার করিবেন। উল্লেখ্য যে, টোল আদায়ের হার ইজারা কার্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে প্রস্তুত করিতে হইবে। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইজারাদারকে ইজারা চুক্তিনামার পর দখলনামার সাথে একটি টোল আদায়ের হারের তালিকা সরবরাহ করিবেন। উক্ত তালিকা বাজারের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রদর্শনের নিমিত্ত ইজারাদার কর্তৃক ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।
- (২) ইজারাদার কর্তৃক দৃশ্যমান স্থানে টোল আদায়ের হার টাংগাইতে ব্যর্থ হইলে এবং নির্ধারিত হারের চাইতে বেশী টোল আদায় করা হইলে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ইজারাদারের ইজারা চুক্তি বাতিল করিবেন এবং ইজারার জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

বিধি-১৩। আপত্তি/আপিল নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান :

হাট-বাজার ইজারা সম্পর্কে কোন আপত্তি/অভিযোগ উঞ্চাপিত হইলে তাহা নিরোক্তভাবে নিষ্পত্তি হইবে:

- (১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এবং ‘খ’ ও ‘গ’ শ্রেণির পৌরসভার মেয়ারের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুক্তে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ/আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় শুনানী শেষে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবেন। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুক্তে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে আপিল দায়ের করিতে হইবে। বিভাগীয় কমিশনার শুনানী শেষে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। এইক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) “ক” শ্রেণির পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুক্তে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ/আপত্তি দায়ের করিতে হইবে। বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজনীয় শুনানী শেষে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুক্তে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান এর নিকট লিখিতভাবে আপীল দায়ের করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।



বিধি-১৪। হাট-বাজার ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধান:

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেয়ার/প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার সমূহ ইজারা প্রদান শেষে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিটি হাটের প্রাপ্ত ইজারা মূল্যের বিবরণী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা প্রশাসক তাহার অধিক্ষেত্রে সকল হাট-বাজারের বিগত তিনি বৎসরের আয়সহ বর্তমান বৎসরের আয়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রতি বৎসরের ৩০শে বৈশাখের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ডুমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

বিধি-১৫। হাটবাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারালক অর্থ ব্যবস্থাপনা ও বন্টন সংক্রান্ত বিধান :-

(১) হাট-বাজার হইতে ইজারালক আয় ‘হাট-বাজারের ইজারালক আয়’ নামে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক একাউন্ট খুলিয়া জমা রাখিতে হইবে।

(২) উপজেলা-পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হাট-বাজারের ইজারালক আয় নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করিতে হইবেঃ

(ক) প্রতিটি হাট-বাজারের ইজারালক আয় হইতে ৫% অর্থ সেলামীস্বরূপ সরকারকে ‘৭-ডুমি রাজস্ব’ খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ইজারার টাকা জমা হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) ২০% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন প্রদান বাবদ ‘৭-ডুমি রাজস্ব’ খাতের অধীনে ‘৪-হাট-বাজার ইজারা হইতে জমা’ নামক গোগ খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রে চালানের এক কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(গ) ৫% অর্থ যে ইউনিয়নে হাট-বাজারটি অবস্থিত সেই ইউনিয়ন পরিষদকে অতিরিক্ত প্রদান করিতে হইবে। ইহা উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব আয় হিসেবে গণ্য হইবে।

(ঘ) ৮% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুক্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং-১২১০০৩৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(ঙ) ১৫% অর্থ সংশ্লিষ্ট হাটবাজারের রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নয়নের জন্য উপজেলা হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিক্ষান্তের আলোকে ব্যয় করিতে হইবে। এ অর্থ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে। হাটবাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডেনেজ, ছাউনী (শেড), স্যানিটেশন (ল্যাট্রিন/ইউরিনাল), টিউবওয়েল স্থাপন, হাটবাজারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা/চলাচল পথ নির্মাণ ইত্যাদি অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই কাজগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে। তবে যে সকল হাট-বাজারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত হাট-বাজারের জন্য সরকার ও দাতা সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চৃত্তির শর্তানুযায়ী ১৫% অর্থের পরিবর্তে হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণের (Routine and Periodical Maintenance) জন্য প্রয়োজনবোধে ২৫% পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যাইবে। হাট-বাজারের সীমানা বর্ধিতকরণের প্রয়োজন হইলে এই খাতের অর্থ দ্বারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ডুমি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(চ) ১০% অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে উপজেলার অন্তর্গত হাট-বাজারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নয়নের জন্য জমা করিতে হইবে। এ অর্থ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে। তবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কোন হাটের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট হাটের রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বৃক্ষি করা হইয়া থাকিলে সেই সকল হাটের ইজারা মূল্য হইতে এই খাতে জমা দানের পরিমাণ আনপুত্রিক হারে কমিয়া যাইবে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের ইজারা মূল্য হইতে হাটের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাবদ মোট ২৫% অর্থে সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই খাতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ মোতাবেক উপজেলার অন্তর্গত অনুমত হাট-বাজারসমূহের উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যয় করিতে হইবে এবং এই অর্থ দ্বারা উপজেলার প্রতিটি হাট-বাজার জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিক্রয় ছাউনি (শেড), টিউবওয়েল স্থাপন, পয়ঃনিঙ্কাশন ব্যবস্থা, ল্যাট্রিন/ইউরিনাল নির্মাণ করিতে হইবে। এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিতরে কোন উন্নয়ন/সংস্কারমূলক কার্যে কিংবা কর্মকর্তাদের সুবিধা সৃষ্টি বা বৃক্ষির জন্য ব্যয়



করা যাইবে না। যদি কোন অব্যয়িত অর্থ থাকে তাহা পরবর্তী বৎসরে হাট-বাজারের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। উপজেলার আওতাধীন কোন হাট-বাজারের সীমানা বর্ধিতকরণের প্রয়োজন হইলে এই খাতের অর্থ দ্বারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(ছ) অবশিষ্ট ৪১% অর্থ উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে। এ অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাটের আয় নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করিতে হইবেঃ-

(ক) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত সকল হাট-বাজার থেকে প্রাপ্ত ইজারা আয়ের ৫% অর্থ সেলামী স্বরূপ ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারকে “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে প্রদান করিতে হইবে।

(খ) ৪৫% অর্থ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। হাটবাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডেইনেজ, স্যানিটেশন (ল্যাট্রিন/ইউরিনাল), টিউবওয়েল স্থাপন, হাটবাজারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা/চলাচলের পথ নির্মাণ, ছাউনী (শেড) নির্মাণ ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই কাজগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে। হাট-বাজারের সীমানা বর্ধিতকরণের প্রয়োজন হইলে এই খাতের অর্থ দ্বারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(গ) ৪% অর্থ মুক্তিযোক্তাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুক্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং-১২১০০৩৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হইবার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) অবশিষ্ট ৪৬% অর্থ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে। পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোন হাট-বাজারের সীমানা বর্ধিতকরণের প্রয়োজন হইলে এই খাতের অর্থ দ্বারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(১) অস্থায়ী/সাময়িক হাট-বাজার হইতে ইজারালক আয়ের ২০% অর্থ ‘৭-ভূমি রাজস্ব’ খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে। অবশিষ্ট ৮০% অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় হিসেবে গণ্য হইবে এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা রাজস্ব তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

বিধি-১৬। হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত অনিয়মের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা:

যদি কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হাট-বাজার ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম করেন বা এই আইনের ১৪ ধারার বিধান মোতাবেক হাট-বাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারালক অর্থ ব্যবস্থাপনা ও বন্টন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরন না করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিয়া পরবর্তী বছরে উক্ত হাট-বাজারের ইজারা কার্যক্রম নিজে পরিচালনা করিতে বা অন্য কোন দফতরকে ইজারা কার্যক্রম পরিচালনার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

বিধি-১৭। হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি :

(১) হাট-বাজারের দৈনন্দিন পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলী দেখাশোনার জন্য প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে হাট-বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং তাহাদের সম্পাদিত কার্যাবলী তদারকী, নির্দেশ ও পরামর্শদানের জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে অপর একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) হাট-বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি হইবে নিম্নরূপঃ

হাট-বাজারের দৈনন্দিন পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল কার্যাবলী পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে নিয়োক্তভাবে একটি ‘হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি’ গঠণ করিতে হইবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	-	সভাপতি
(খ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য	-	সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য	-	সদস্য
(ঘ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডুমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ) মহিলা দোকানদারদের মধ্যে থেকে মনোনিত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(চ) উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের কমিউনিটি অর্গানাইজার	-	সদস্য
(ছ) অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্যে হইতে মনোনিত ২(দুই) জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(জ) স্থানীয় ভ্যান ও রিক্সা চালকগণ কর্তৃক মনোনিত/ নির্বাচিত ১ (এক) জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঝ) বাস/ট্রাক মালিক সমিতি কর্তৃক একজন মনোনিত প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(ঝঃ) সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের স্থায়ী দোকান মালিকগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্যে হইতে নির্বাচিত ১ (এক) জন প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

(৩) কোন ইজারাদার বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি হাট-বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইতে পারিবে না।

(৪) কমিটি গঠণের কমপক্ষে ৬ মাস পূর্ব হইতে অস্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারে নিয়মিত ব্যবসারত দোকানদারগণ অস্থায়ী দোকান মালিক হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) হাট-বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব:

- (ক) স্ব স্ব হাট-বাজারের সার্বিক উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইজারা মূল্য হইতে সংরক্ষিত অর্থের আলোকে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;
- (খ) টোল আদায়কারীদের যাবতীয় কার্য তদারকী;
- (গ) অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত টোল আদায় এবং টোল দেওয়া হইতে অব্যহতি প্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা হইতে টোল আদায় রোধ করা;
- (ঘ) অনুমোদিত হারে টোল আদায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বে-আইনীভাবে আদায় বা জোরপূর্বক কোনরূপ আদায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতারদের হয়রানী রোধ করা;
- (ঙ) হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
- (চ) মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতাদের ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতা প্রদান।
- (ছ) কমিটি ন্যূনপক্ষে মাসে একটি সভায় মিলিত হইবে। উক্ত সভায় হাট বাজার পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হইবে এবং উহা উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) উপজেলা হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি:

ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদিত কার্যাবলী তদারকি, নির্দেশ ও পরামর্শ দানের জন্য এবং প্রতিটি হাট-বাজারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করিবার জন্য উপজেলা পর্যায়ে ‘উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি’ নামে একটি কমিটি গঠণ করিতে হইবে। উক্ত কমিটির গঠণ হইবে নিম্নরূপ:

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
(খ) উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(ঘ) উপজেলা পর্যায়ের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(ঙ) উপজেলা পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মকর্তা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য



- (চ) উপজেলার সকল হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিবদের মধ্য থেকে ২ জন
 (খ) প্রতিনিধি (উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
- (ছ) সহকারী কমিশনার (ডুমি) - সদস্য-সচিব

(৭) উপজেলা হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব:

- উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ:
- (ক) কমিটিকে প্রতি মাসে অন্তত: একবার বৈঠকে মিলিত হওয়া;
 - (খ) উপজেলার নিয়ন্ত্রনাধীন সকল হাট-বাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি নজর রাখা;
 - (গ) হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন দেওয়া;
 - (ঘ) সকল হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সভা নিশ্চিত করা;
 - (ঙ) হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব যথাযথ পালন হইতেছে কিনা উহার প্রতি লক্ষ্য রাখা;
 - (চ) হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা হাট বাজার সমন্বয় কমিটির কার্যাবলি নিয়মিত জেলা প্রশাসককে অবহিত করা ও তাহার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করা;
 - (ছ) অনুমোদিত হারে টোল আদায় নিশ্চিত করা;
 - (জ) হাট বাজারের শাস্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা;
 - (ঝ) হাট বাজারের অবৈধ দখল রোধ করা;
 - (ঝঃ) উপজেলার নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজারসমূহের উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষনের জন্য জমাকৃত ১০% অর্থ দ্বারা অনুমত হাট-বাজারসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন পরিকল্পনা ও প্রস্তাব উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা।

(৮) পৌরসভা হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি:

পৌরসভার নিয়ন্ত্রনাধীন সকল হাট-বাজারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলী তদারকির জন্য প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে নিম্নোক্তভাবে একটি হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে:

- (ক) পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক - চেয়ারম্যান
- (খ) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার ('ক' শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) - সদস্য
- (গ) উপজেলা প্রকৌশলী (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার ক্ষেত্রে) - সদস্য
- (ঘ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সকল ওয়ার্ড কমিশনার - সদস্য
- (ঙ) পৌরসভা এলাকাভুক্ত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
- (চ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রতিটি হাট-বাজারের দোকানদার/ব্যবসায়িক প্রতিনিধির মধ্য হইতে ২ জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
- (ছ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী - সদস্য
- (ঝ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব - সদস্য-সচিব

(৯) পৌরসভা হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব:

- পৌরসভা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ:
- (ক) পৌর এলাকার সকল হাট বাজারের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন; একান্ত কাজ করার পরীক্ষা করার পর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

- (খ) টোল আদায়কারীদের টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তদারকী;
- (গ) অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত টোল আদায় এবং টোল দেওয়া হইতে অব্যহতি প্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা হইতে টোল আদায় রোধ করা;
- (ঘ) অনুমোদিত হারে টোল আদায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বেআইনীভাবে আদায় বা জোর-পূর্বক কোনরূপ আদায় এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের হয়রানী রোধ করা;
- (ঙ) হাট বাজারের শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা;
- (চ) হাট বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;
- (ছ) হাট বাজার এলাকায় জমি অবৈধভাবে দখল এবং উহাতে দালান কোঠা নির্মাণ করিতে না দেওয়া;
- (জ) প্রত্যেকটি হাট-বাজারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাট্রিন/ইউরিনাল নির্মাণ নিশ্চিতকরণ;
- (ঝ) কমিটি নূনপক্ষে মাসে একটি সভায় মিলিত হইবে। উক্ত সভায় হাট বাজারের পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে উহা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(১০) সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি:

সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রনাধীন সকল হাট-বাজারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যাবলী তদারকির জন্য প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে নিয়োজিতভাবে একটি হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে:

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
(খ) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	-	সদস্য
(গ) ৪ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(ঘ) প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী	-	সদস্য
(চ) সচিব, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
(ছ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ	-	সদস্য
(ঝ) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা/সম্পত্তি কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

(১১) সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব:

সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ:

- (ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল হাট বাজারের সার্বিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন;
- (খ) টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তদারকী;
- (গ) অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত টোল আদায় এবং টোল দেওয়া হইতে অব্যহতি প্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্যের উপর ক্রেতা ও বিক্রেতা হইতে টোল আদায় রোধ করা;
- (ঘ) অনুমোদিত হারে টোল আদায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বে-আইনীভাবে আদায় বা জোর-পূর্বক কোনরূপ আদায় এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের হয়রানী রোধ করা;
- (ঙ) হাট বাজারের শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা;
- (চ) হাট বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;
- (ছ) হাট বাজার এলাকায় জমি অবৈধভাবে দখল এবং উহাতে দালান কোঠা নির্মাণ করিতে না দেওয়া;
- (জ) প্রত্যেকটি হাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাট্রিন/ইউরিনাল নির্মাণ নিশ্চিতকরণ;
- (ঝ) হাট-বাজারের পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ অপসারণ নিশ্চিত করা;
- (ঝঝ) কমিটি নূনপক্ষে মাসে একটি সভায় মিলিত হইবে। উক্ত সভায় হাট বাজারের পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ মেয়ারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (ঝঝ) এই কমিটি প্রয়োজনবোধে সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতিটি হাটের জন্য হাট-বাজার ভিত্তিক একটি কমিটি গঠণ করিতে পারিবে।



(১২) কোরামঃ

সকল স্তরের হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াৎশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উল্লিখিত কমিটি সমূহের মেয়াদ কমিটি গঠন করিবার পর প্রথম সভা থেকে তিন বৎসর হইবে।

বিধি-১৮। হাট-বাজারের পরিসীমার মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর/ বিক্রয় এবং ব্যবস্থাপনাঃ

(১) হাট-বাজারের পরিসীমার মধ্যে কোন সরকারি সম্পত্তি যেমন- দালানকোঠা, গাছ-পালা ইত্যাদি নষ্ট হইয়া গেলে বা প্রাকৃতিক কারণে পড়িয়া বা বিনষ্ট হইলে তাহা জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে বাজার দরে বিক্রয় করিয়া বিক্রিত অর্থ '৭-ভূমি রাজস্ব' খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) হাট-বাজারের পেরিফেরীর মধ্যে সর্ব সাধারণের ব্যবহার্য পুকুর ব্যতীত অন্যান্য পুকুরের ক্ষেত্রে প্রচলিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসারে উক্ত পুকুর বা পুকুরগুলি ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

বিধি-১৯। আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সংক্রান্ত বিধান:

(১) হাট-বাজার ইজারা প্রদানকালে স্থিরকৃত মূল্যের উপর ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত ৫% আয়কর আদায় করিতে হইবে। দরপত্র আহবানের সময় অবশ্যই আয়কর আদায়ের বিষয়টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে। আদায়কৃত আয়করের টাকা নিম্নবর্ণিত খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে:

“আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৯(৩) ২(২০) ধারা অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতা ‘কোম্পানী’ মর্যাদার হইলে আদায়কৃত অর্থ “১-১১৪১-০০০০-০১০১ আয়কর কোম্পানীসমূহ” খাতে এবং ইজারা গ্রহীতা ‘কোম্পানী ব্যতীত’ মর্যাদার হইলে আদায়কৃত অর্থ “১-১১৪১-০০০০-০১১১ আয়কর কোম্পানী ব্যতীত” খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) হাট-বাজার ইজারা প্রদানকালে স্থিরকৃত মূল্যের উপর ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় করিতে হইবে। দরপত্র আহবানের সময় অবশ্যই মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায়ের বিষয়টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে। আদায়কৃত মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) টাকা ১-১১৩৩-০০০০-০৩১১ কোড নম্বরে ইজারী চালানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুসক কর্তৃপক্ষের বিধানে উল্লিখিত সময়ে অথবা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত দুইটি ‘ক’ ও ‘খ’ মুসক নিবন্ধন পত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

‘পরিশিষ্ট-১’

হাট-বাজার ইজারা দরপত্র সিডিউল

সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নাম ও মনোগ্রাম

বাংলা সন..... বাজারের নাম:
ক্রমিক নং..... দরপত্র ক্রেতার নাম:
তারিখ..... পিতার নাম:
পর্যায় নং..... গ্রাম : ডাকঘর:
..... উপজেলা জেলা:

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে:

হোল্ডিং নম্বর :..... এলাকার নাম ওয়ার্ড নং

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ:.....

- ১। বাজারের নাম:
২। দরপত্র দাতার নাম:
৩। পিতার নাম:
৪। জাতীয় পরিচয় পত্র নং.....
৫। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম..... ডাকঘর.....
..... উপজেলা..... জেলা.....
মোবাইল নম্বর:.....
৬। বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম..... ডাকঘর.....
..... উপজেলা..... জেলা.....
মোবাইল নম্বর.....
৭। দাখিলকৃত দরের পরিমাণ : অংকে.....
কথায়.....
৮। দাখিলকৃত দরের ৩০% জামানত জমার বিবরণ :
ব্যাংকের নাম ও শাখার নাম ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং তারিখ টাকার পরিমাণ
(ক)
(খ)
(গ)
সর্বমোট (অংকে).....
(কথায়)

অঙ্গীকার নামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী পিতা.....
গ্রাম..... ডাকঘর.....
উপজেলা..... জেলা.....
কর্তৃক বাংলা..... সনের হাট-বাজার ইজারা জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি সিডিউলের শর্তাবলী ও টোল আদায়ের হার অবগত
হইলাম এবং উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

দরপত্র দাতার নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ



ହାଟ-ବାଜାର ଇଞ୍ଜାରା ଚୁକ୍ଳିର ଫରମ ।

এই হাট-বাজার ইজিরা চুক্তিপত্র রাষ্ট্রপতির পক্ষে কালেক্টর-জেলা (অতপর: ইজিরাদাতা বলিয়া
অভিহিত হটেবে)- পথম পক্ষ

জনাব- পিতা/স্বামী-
জাতীয় পরিচয় পত্র নং গ্রাম-
ডাকঘর- উপজেলা-
জেলা-
বর্তমান ঠিকানা-
.....

পেশা- (অতঃপর ইজারা গ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)- দ্বিতীয় পক্ষ অদ্য সনের
মাসের তারিখে নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে সম্পাদিত হউয়াচ্ছে:

যেহেতু ইজারা দাতা ----- জেলায় অবস্থিত নিম্ন তফসিলভুক্ত----- হাট-বাজারের
মালিক:

যেহেতু ইজারা গ্রহীতা প্রকাশ্য টেন্ডারে অংশগ্রহণ করিয়া উক্ত হাট-বাজার ইজারা গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন; এবং
 যেহেতু -----জেলার কালেক্টর উক্ত হাট-বাজার ইজারার জন্য -----সনের জন্য
 -----টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন:

সেহেতু এখন ইজারা গ্রহীতা নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হাট-বাজার-বৎসরের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণ
শীকৃত হওয়ায় এবং সনের ইজারা মূল্য বাবদ সর্বমোট টাকা পরিশোধ করায়
ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতার সহিত নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে অঙ্গীকারাবক্ত হউলেন-

- ১। ইজারা গ্রহীতা হাট-বাজারের পরিসীমা/চৌহদ্দি বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন। কেহ যাহাতে এই হাট-বাজারে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বেদখল না করে তাহা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করিবেন।
 - ২। ইজারা গ্রহীতা অনুমোদিত হারে টোল আদায় করিতে পারিবেন এবং হাট-বাজারের কোন প্রকাশ্য স্থানে অনুমোদিত টোলের হার সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া রাখিবেন। অনুমোদিত হারের বেশী টোল আদায় করিতে পারিবেন না এবং যে সকল ব্যক্তি বা দুর্ব্যের ক্ষেত্রে টোল হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে সেই সকল ব্যক্তি হইতে বা দুর্ব্যের উপর টোল আদায় করিতে পারিবেন না।
 - ৩। ইজারা গ্রহীতা অনুমোদিত টোল ব্যক্তিত অন্য কোন অর্থ আদায় করিকত পারিবেন না এবং ক্রেতা বা বিক্রেতাকে কোন ভাবে হয়রানি করিতে পারিবেন না।
 - ৪। ইজারা গ্রহীতা এই হাট-বাজার বা ইহার কোন অংশ কাহারো নিকট হস্তান্তর বা সাবলীজ প্রদান করিতে পারবেন না।
 - ৫। ঝাড়ুদার কর্তৃক কোন টোল আদায় করা যাইবে না। ঝাড়ুদারের বেতন ইজারাদারকে বহন করিতে হইবে।
 - ৬। হাট-বাজারের খালি জমিতে কোন প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজারের কোন প্রকার ক্ষতি বা বাজারের সীমানা সংকোচন করা যাইবে না।
 - ৭। ইজারাদার নিজ খরচে হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবেন।
 - ৮। ইজারা গ্রহীতা প্রচলিত আইনের অধীনে প্রদেয় যে কোন আরোপযোগ্য যে কোন প্রকারের কর, ডিউটি, ভ্যাট ইত্যাদি প্রদান/পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯। ইজারা গ্রহীতা এই ইজারা চুক্তি বলে অনুমোদিত হারে টোল আদায় ব্যক্তিত অন্য কোন অধিকার বা সুবিধা দাবী বা অর্জন করিতে পারিবেন না। পাকা রশিদ ব্যক্তিত কোন প্রকার টোল আদায় করা যাইবে না।

১০। ইজারা গ্রহীতার হাট-বাজারের উপর বিদ্যমান কোন বৃক্ষ বা ইজারা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে রোপিত বৃক্ষের উপর কোন দাবী বা অধিকার বা স্বার্থ থাকিবেন।

১১। কালেক্টরের লিখিত অনুমোদন ব্যক্তিত ইজারা গ্রহীতা ইজারাধীন হাট-বাজারে কোন কৃপ, গর্ত, পায়খানা বা আবর্জনা স্তুপ করার গর্ত ইত্যাদি খনন করিতে পারিবেন না। ইহার বরখেলাপ করিলে ইজারা গ্রহীতা নিজ খরচে এইরূপ খনন/নির্মাণজনিত উৎপাত সরাইয়া নিতে/ভরাট করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১২। ইজারা গ্রহীতা হাট-বাজার পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় ইজারাদাতার যাবতীয় নির্দেশ মানিয়া চলিবেন এবং ইজারাদাতার আদেশ মোতাবেক হাট-বাজার পরিদর্শন ও পরিমাপের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন।

১৩। এই শর্তাবলীর যে কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে ইজারাগ্রহীতা তাৎক্ষনিকভাবে এবং বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদযোগ্য হইবেন।

উপরোক্ত শর্তাবলী সম্মত অবগত হইয়া উভয় পক্ষ উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে উপরে বর্ণিত তারিখে এই ইজারা দলিলে সীল ও স্বাক্ষর প্রদান করিলেন।

সাক্ষী:

ইজারা গ্রহীতার স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

ইজারাদাতার স্বাক্ষর

তফসিল-ক

হাট-বাজারের নাম:

অবস্থান:

মৌজা:

উপজেলা:

জেলা:

টোহন্দি

উত্তরে:

দক্ষিণে:

পূর্বে :

পশ্চিমে:

তফসিল-খ

(ক) টোলের হার:

(খ) টোলমুক্ত ব্যক্তি/দ্রব্যাদি:

আয়কর ও ভ্যাট প্রদানের ছক

ছক-ক

সাধারণ আদেশ নং-...../মুসক/৯৯, তারিখ:.....খ্রি।

- ১। ইজারাদারের নাম ও ঠিকানা :
- ২। কর সনাক্তকরণ নম্বর:
- ৩। যে স্থান বা স্থাপনার জন্য ইজারা গ্রহণ করা হইয়াছে:
- ৪। ইজারা মূল্য (মূল্য সংযোজন কর বাদে):
- ৫। আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর:
- ৬। ট্রেজারী চালানের নম্বর ও তারিখ:
(ট্রেজারী চালানের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

আদায়কারী কর্তৃপক্ষের নাম, স্বাক্ষর ও সীল

ছক-খ

সাধারণ আদেশ নং-...../মুসক/৯৯, তারিখ:.....খ্রি।

- ১। ইজারাদারের নাম ও ঠিকানা :
- ২। মুসক নিবন্ধন নম্বর:
- ৩। যে স্থান বা স্থাপনার জন্য ইজারা গ্রহণ করা হইয়াছে:
- ৪। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা:
- ৫। ইজারা গ্রহণের তারিখ ও মেয়াদ:
- ৬। ইজারা মূল্য (মূল্য সংযোজন কর বাদে)
- ৭। প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর:
- ৮। ট্রেজারী চালানের নম্বর ও তারিখ:
(ট্রেজারী চালানের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

আদায়কারী কর্তৃপক্ষের নাম, স্বাক্ষর ও সীল